তারিখ ... 21 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২ ...

প্রথম আলো

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শৌচাগার

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নিতে হবে

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) নামে একটি বেসরকারি সংস্থা জরিপ চালিয়ে জানতে পেরেছে, ঢাকা মহানগরের প্রায় শতভাগ সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার ব্যবহারের অনুপযোগী। এটি গুরুতর একটি সমস্যা, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। সম্ভবত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষই এ সমস্যাটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখে না।

ব্যবহারের অনুপযোগী শৌচাগার মানে কী? অত্যন্ত নোংরা, দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার। পানি নেই, দরজায় ছিটকিনি নেই—এমন শৌচাগারকেও ব্যবহারের উপযোগী বলা যায় না। পবার জরিপটি করা হয়েছে শুধু ঢাকা মহানগরের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। আসলে সারা দেশের অবস্থা কমবেশি একই রকম।

বিষয়টি জাতীয় স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যবহারের অনুপযোগী ও অস্বাস্থ্যকর শৌচাগারগুলো শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে কি না তা খতিয়ে দেখতে গবেষণা জরিপ করা প্রয়োজন। তবে গবেষণা ছাড়াই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এগুলোতে সংক্রামক রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি রয়েছে।

পুরুষ শিক্ষার্থীরা যদিও অগত্যা এসব শৌচাগারই ব্যবহার করে, নারী শিক্ষার্থীরা পারতপক্ষে এগুলোর আশপাশে যেতে চায় না। শৌচাগারে যেন যেতে না হয়, সে জন্য তারা প্রয়োজনের তুলনায় পানিও কম পান করে। কিন্তু দিনের একটি দীর্ঘ সময় তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকে। বলাবাহুল্য, এটি অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতি, যা থেকে নারী শিক্ষার্থীদের বের করে আনার কোনো উপায় নিয়ে কোনো কর্তৃপক্ষ ভাবে বলে মনে হয় না। মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৌচাগার সমস্যার কারণে মেয়েশিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম হয়, এমন তথ্যও বিভিন্ন জরিপে উঠে এসেছে।

সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। শৌচাগারগুলো সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা দরকার। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে দেখতে হবে সেই লোকবল যেন নিয়মিত সেগুলো পরিষ্কার করে। শৌচাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদেরও; শৌচাগার ব্যবহারে তাদেরও যত্নবান হতে হবে।